আইনুল হক কাসিমী

# উসমানি খিলাফতের স্বর্ণকণিকা

১

উসমানি খিলাফতের

# স্বর্ণকণিকা

১

আইনুল হক কাসিমী

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২২০, US $ 10, UK £ 7

প্রচ্ছদ : নওশিন আজাদ

প্রকাশক
**কালান্তর প্রকাশনী**
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

**ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র**
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
**রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90473 3 9

**Usmani Khilafoter Sornokonika**
by **Ainul Haque Qasimi**

Published by
**Kalantor Prokashoni**
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

---

**All Rights Reserved**
*No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.*

# উৎসর্গ

বিছানায় শায়িত আমার রোগাক্রান্ত আব্বাজান
হাড্ডির ক্ষয়জনিত রোগে ভোগেও যিনি বেঁচে আছেন;
হয়ে মায়ার কায়া,
সুন্দর এ বসুন্ধরায় যিনি আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণে
আল্লাহর রহমতের ছায়া।
রাতের শেষ প্রহরে যাঁর গাল বেয়ে পড়া দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু
আমার জীবনপথের পাথেয়।

# প্রকাশকের কথা

উসমানি খিলাফত। প্রতাপশালী, দীর্ঘমেয়াদী ও বৃহৎ ইসলামি শাসনব্যবস্থা। বঞ্চিত ও নিগৃহীত মুসলিম উম্মাহর হারানো খিলাফত। শৌর্য-বীর্য, শক্তি-সাহস, ক্ষমতা আর দাপটের অনন্য ইতিহাস। ছয় শতাব্দীর গৌরব ও কীর্তিগাথা।

১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬২৫ বছর এ খিলাফত মুসলিমবিশ্বকে শাসন করে; কিন্তু একপর্যায়ে পশ্চিমাদের নেমকখোর মুসতাফা কামাল পাশার হাতেই দাফন হয় এ খিলাফতব্যবস্থার।

দুনিয়া-কাঁপানো এ বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য তখন থেকেই বিভিন্ন অপবাদ, অপপ্রচার ও চরম বিকৃতির শিকার। ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা ইতিহাসবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, লেখক, নাটক-চলচ্চিত্র নির্মাতা আর বিশ্লেষকদের বিষাক্ত দাঁতের কামড় এখনো লেগে আছে এই সাম্রাজ্যের গায়ে! তারা সোনালি এ সাম্রাজ্যের সুলতান আর খলিফাদের বিলাসপ্রিয়, নারীলোভী, মদ্যপ, রক্তখেকো, যুদ্ধবাজ আর বর্বর শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছে, এখনো করছে!

তাদের এসব মিথ্যার আবরণ সরিয়ে সত্য উন্মোচিত করতে কলম ধরেন অনুজ আইনুল হক কাসিমী। নিজের ফেসবুক পাতায় *উসমানি খিলাফতের স্বর্ণকণিকা* নামে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। সিরিজটি বেশ সাড়া ফেলে। পাঠকের উচ্ছ্বাস আর আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করেই মূলত সিরিজটি মলাটবদ্ধ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। এ সিরিজের আরও দুটি খণ্ড ধারাবাহিক প্রকাশের আশা করছি—ইনশাআল্লাহ।

কালান্তর প্রকাশনীর মিশনই হলো মুসলিম উম্মাহর সোনালি ইতিহাস, অবিস্মরণীয় মুসলিম লড়াকু সৈনিকদের সঠিক তথ্য-সংবলিত জীবনী, ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা বিকাশধর্মী মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ লক্ষ্যেই আমরা কালান্তর থেকে বিশ্বখ্যাত ইতিহাস-গবেষক ও সিরাত লেখক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি রচিত গ্রন্থগুলো প্রকাশের পাশাপাশি অন্যান্য ইতিহাসবিদের গ্রন্থগুলো ধারাবাহিক প্রকাশ করছি।

বইটি প্রকাশে অনেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আবদুর রশীদ তারাপাশী ও ইলিয়াস মশহুদ বইটির তথ্য, ভাষা ও বানান সমন্বয়ে সহযোগিতা করেছেন।

এই সংস্করণে কিছু জায়গা আর ব্যক্তির নামের বানান সংশোধন করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও কিছু বানান সংশোধন করা হয়েছে। ভাষা-সংক্রান্ত কিছু কাজও করা হয়েছে। তবে কোনো সংযোজন-বিয়োজন হয়নি। এরপরও তথ্য বা অন্য কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে অবশ্যই আমাদের জানাবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব।

**আবুল কালাম আজাদ**
কালান্তর প্রকাশনী
২০ জানুয়ারি ২০২১

# ধারাক্রম

লেখকের কথা ১৩
ছোট্ট জায়গির থেকে বিশাল সাম্রাজ্য ১৭
ন্যায়-ইনসাফ রাজত্বের ভিত্তি ২০
স্বপ্নের সাম্রাজ্য ২১
মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কিছু গল্প ২৪
উসমান বিন এরতুগরুলের বিদায়ী কথা ৩০
ইউরোপ সীমান্তে ৮০ জন মুজাহিদ ৩২
কালিমা পড়াতে গিয়ে সুলতানের শাহাদতবরণ ৩৬
অধিকার ও যোগ্যতা ৪০
সাক্ষ্যপ্রদানের অযোগ্য সুলতান ৪২
মসজিদের মধ্যখানে অজুর হাউজ ৪৩
সমুনজুবাবা ৪৫
সুলতান ও ভাঁড় ৪৮
প্রকৃত মুরিদ ৫২
আমাদের শহরগুলোও শাসন করুন ৫৫
আমাদের শহরও আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিন ৫৭
দাস থেকে শায়খুল ইসলাম ৬০
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের অসিয়ত ৬২
আসামির কাঠগড়ায় সুলতান ৬৪
শায়খ আক শামসুদ্দিনের আত্মমর্যাদাবোধ ৬৬
জাকাতের থলে ঝুলে বৃক্ষের ডালে ৬৭
নরপিশাচ ড্রাকুলার পরিণতি ৬৮
আজব সুড়ঙ্গপথ ৭১
কনস্টান্টিনোপলের আধ্যাত্মিক বিজেতা ৭৩
উত্তম সেনাপতি ও তাঁর সেনাদল ৭৫

তরবারির অবদান ভুলে গেলে চলবে না ৭৭
সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের বদান্যতা ৭৮
সুলতান আল ফাতিহ ও সিনান পাশা ৮১
শায়খের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধা ৮৩
কাপড়ের ধুলোবালি বোতলে ভরে রাখতেন যে সুলতান ৮৫
যে সুলতানের এক ওয়াক্ত সালাতও কাজা হয়নি ৮৬
সুলতানকে অপসারণের ফাতওয়ার হুমকি ৮৭
সুলতান প্রথম সালিমের তাকওয়া ৯০
হাকিমুল হারামাইন নই; খাদিমুল হারামাইন ৯২
কাদাযুক্ত কাফতান কফিনে ভরে দেওয়ার অসিয়ত ৯৪
নাঙ্গা তরবারি ৯৫
খলিফার অবাক করা বিনয় ৯৭
সুলতানও খালি হাতে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন ৯৯
ইয়াহুদির কুঁড়েঘরে সুলতান সুলায়মান ১০১
ফ্রান্সের বন্দি রাজা ও তার মায়ের আহাজারি ১০৪
আঙুর লতায় ঝুলন্ত টাকা ১০৬
যে মসজিদ নির্মাণের আদেশদাতা নবিজি ১০৭
সুলতান সুলায়মানের ইনসাফ ১০৯
সুলতানের পথরোধ করা বৃদ্ধা ১১০
ফ্রান্সকে অশ্লীল নাচগান বন্ধের হুঁশিয়ারি ১১২
পোশাক দেখেই স্প্যানিশ সেনাদলের পলায়ন ১১৪
বাক্স ভরতি ফাতওয়া নিয়ে কবরে ১১৬
শাহজাদি মিহরিমা সুলতান ১১৮
দুই আলিমের মনোভাব ১২০
আদালতের বিচারক খোদ রাসুল ﷺ ১২১
বাবুর্চি হাসান জাওলাকের আত্মদান ১২২
নীল মসজিদে ছয়টি মিনারের আসল রহস্য ১২৭
সুলতান চতুর্থ মুরাদের হৃদয়ের অশান্তি ১২৯
ঘুসখোর কর্মকর্তাকে পাকড়াও করার কৌশল ১৩১
স্বর্ণে ভরতি জুতো ১৩৩
আমেরিকাও উসমানিদের কর দিত ১৩৪
এক ইঁচড়েপাকা ছেলের গল্প ১৩৬

'জেনিসারি' ও 'দেলুলার' দলের অজানা অধ্যায় ১৩৭
উসমানিদের অতিথিপরায়ণতা ১৩৯
সম্রাজ্ঞীর প্রসববেদনা ১৪১
মদিনাওয়ালার জন্য ব্যাকুল যাঁর হৃদয় ১৪২
লালকার্ড সাদাকার্ড সমাচার ১৪৩
যেমন কুকুর তেমন মুগুর ১৪৫
ঘড়ি ১৪৬
সুলতান ও সম্রাজ্ঞীরা যখন সেবক ১৪৭
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের প্রতিচ্ছবি ১৪৮
বিয়ে ও লাল-হলুদ ফুল সমাচার ১৫০
পাথর বা দেয়ালের গায়ে সাদাকার অর্থ ১৫২
গোলাপজল দিয়ে রেলপথ ধোয়া ১৫৩
এগারো বছর বয়সেই বোরকা পরার হুকুম ১৫৪
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের হুমকি ১৫৫
উসমানিদের বিয়ে-সংক্রান্ত আইন ১৫৭
রাসুলের মদিনায় আগে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলবে ১৫৯
যেমন নাকি খেয়ে নিয়েছি মসজিদ ১৬০

# লেখকের কথা

**এক.** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি এ বইটিকে পাঠকের কাছে করে দিয়েছেন সমাদৃত এবং দুটি মুদ্রণের পর এখন প্রথম সংস্করণের তাওফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর সকল সাথি ও অনুসারীর প্রতি।

**দুই.** উসমানি খিলাফতের ইতিহাস মজলুম ইতিহাস। পশ্চিমারা উসমানি খিলাফতকে দাফন করেই কেবল ক্ষান্ত হয়নি; মুসলিম উম্মাহর গৌরবের প্রতীক এই উসমানি খিলাফতের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করতে তাদের ইতিহাসবিদ, লেখক ও সাংবাদিকরা এমন কোনো মিথ্যাচার নেই, যার আশ্রয় তারা নেয়নি! তাদের মিথ্যা ও বানোয়াট ইতিহাসের নিচে চাপা পড়ে উসমানি খিলাফতের প্রকৃত সত্য ইতিহাস প্রতিনিয়ত চাপাকান্না করে যাচ্ছে। ফলে আজ উসমানি খিলাফত, উসমানি সুলতান বা খলিফাদের নাম শুনলেই কজন বুনো মানুষ ও কিছু যুদ্ধংদেহী, রক্তখেকো, নির্দয়, মানবতাহীন বিলাসপ্রিয় মুসলিম শাসকের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে!

**তিন.** উসমানি খিলাফত, খিলাফতের সুলতান বা খলিফাদের চেপে রাখা ইতিহাস ও বিস্মৃত অধ্যায়কে উন্মোচন করতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। অন্যথায় উসমানি খিলাফত ও খলিফাদের দীনদারি, সততা, মানবতা, গুণাবলি, চালচলন, তাঁদের সাম্রাজ্য পরিচালনা, সমরনীতি—এসব লিখতে গেলে কয়েক খণ্ডের বিশাল গ্রন্থের প্রয়োজন। আরবিতে এ যাবৎ এসব বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে। আরবিপড়ুয়া সজাগ দৃষ্টিসম্পন্নরা এ ব্যাপারে সম্যক অবগত। আর তুর্কিভাষায় লিখিত এ-সংক্রান্ত গ্রন্থের হিসাব কে রাখে!

**চার.** বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখাগুলো আমার ফেসবুকের পাতায় *উসমানি খিলাফতের স্বর্ণকণিকা* নামে সিরিজ আকারে লিখতে শুরু করেছিলাম। কয়েকটি পর্ব লিখেছিমাত্র। ইতিমধ্যে সিরিজটি ফেসবুক অঙ্গনে বেশ সাড়া ফেলে। বিষয়টি লক্ষ

করে কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদ পর্বগুলো শেষ করতে তাড়া দেন এবং সিরিজটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করবেন বলে জানান। মূলত তাঁরই আগ্রহ আর তাড়া থেকে গ্রন্থটি সংকলন করা।

বেশ কিছু পর্ব লেখার পর কলেবর বড় হয়ে যাওয়ায় আপাতত এটুকুতেই সমাপ্ত করেছি। এ-সংক্রান্ত আরও কিছু চমৎকার গল্প, তথ্য ও কাহিনি শীঘ্রই *উসমানি খিলাফতের স্বর্ণকণিকা* সিরিজ-২ ও ৩ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হবে ইনশাআল্লাহ।

**পাঁচ.** গ্রন্থের আলোচ্যবিষয় উসমানি খিলাফতের ইতিহাস নয়; বরং উসমানি খিলাফতের সময়কার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এ জন্য গ্রন্থে ইতিহাসের তুলনায় উসমানিদের সভ্যতার দিককেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাকে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হয়েছে। কারণ, এ-সংক্রান্ত তথ্যগুলো তুর্কিভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সামান্য যা কিছু আরবিতে ভাষান্তরিত হয়ে এসেছে, তা-ও সহজলভ্য নয়। কোনো কোনো গল্প, কাহিনি বা তথ্য উদ্ধার করতে গিয়ে আমি আরবের অনেক উসমানি ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ লেখকের সঙ্গে একাধিকবার বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করেছি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন *খাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ* গ্রন্থের লেখক শায়খ আবদুল কারিম ইজ্জুদ্দিন।

**ছয়.** বইয়ে সূত্র হিসেবে ৩০-এর কাছাকাছি দুর্লভ আরবি গ্রন্থের পাশাপাশি কিছু জায়গায় উসমানি খিলাফতের ইতিহাস-সংক্রান্ত আরবি ফেসবুক পেজ, ওয়েবসাইট, নিউজপোর্টাল ও ম্যাগাজিনের নাম উল্লেখ করেছি। যথাসম্ভব চেষ্টা করার পরও অনলাইনভিত্তিক এসব সূত্রের মূল হিসেবে কোনো গ্রন্থের সূত্র উদ্ধার করতে পারিনি। কারণ, ওসব গ্রন্থ আমাদের জন্য সহজলভ্য নয়। এ জন্য এসব অনলাইনভিত্তিক সূত্রাবলি ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। যদিও এসব সূত্র অনির্ভরযোগ্য; তথাপি গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে হলে এসব সূত্র একেবারে ফেলনা নয়। তা ছাড়া এসব সূত্র-সংশ্লিষ্ট গল্প, কাহিনি ও তথ্য কোনো না কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান আছে। হ্যাঁ, আমার হাত ততটুকু পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

**সাত.** কজন বন্ধু পাঠ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনলাইনভিত্তিক সূত্রাবলির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি করেছেন। বিশেষ করে ফেসবুকের। জবাব হিসেবে তাদের জন্য উপরোক্ত কথাগুলোই যথেষ্ট হবে বলে আশা রাখি। তারপরও বলব, এটি শরয়ি কোনো কিতাব বা গবেষণালব্ধ কোনো গ্রন্থ নয় যে, প্রতিটি

গল্প, কাহিনি ও তথ্যের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থের সূত্র থাকতে হবে; বরং এটি উসমানি খিলাফতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করে দেবে—এমন একটি ইতিহাস-নির্ভর গ্রন্থ। সে হিসেবে বইয়ের কিছু গল্প, কাহিনি ও তথ্যে অসত্যের আঁচড় থাকলে থাকতেও পারে। তা ছাড়া এটা আমার ফেসবুকের পাতায় লেখা একটি সিরিজের সংকলনমাত্র। এখানে এমন কিছু গল্প, কাহিনি ও তথ্যের সমাহার ঘটতে পারে, যেগুলো বইয়ের রচনা-রীতির নিক্তিতে না মাপলেও চলে।

আট. তবে এ সংস্করণে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে অনলাইনভিত্তিক সূত্রগুলোর বেশকিছু জায়গায় কোনো না কোনো গ্রন্থের সূত্র জুড়ে দিয়েছি। কিছু জায়গায় আগের চেয়ে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য কিছু সাইটের সূত্র উল্লেখ করেছি। আর মাত্র মাত্র কয়েকটি জায়গায় একটি ফেসবুক পেজের সূত্র উল্লেখ করেছি। পেজটি হলো 'তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-Ottoman Empire'। এটি আরবের উসমানি ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ কয়েকজন ডক্টরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি নির্ভরযোগ্য পেজ। সুতরাং আমি বলব, আমার গ্রন্থটির নির্ভরযোগ্যতা দেখুন গ্রন্থের সামষ্টিক সূত্রাগুলো সামনে রেখে; অনলাইনভিত্তিক বিশেষ কয়েকটি সূত্র সামনে রেখে নয়।

নয়. বইয়ের নাম নিয়েও কিছু বন্ধু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, বইটির নাম উসমানি খিলাফতের স্বর্ণকণিকা না হয়ে; *উসমানি সালতানাত/সাম্রাজ্যের স্বর্ণকণিকা* হলে মানানসই হতো। কারণ, উসমানি সাম্রাজ্য সুলতান প্রথম সালিমের শাসনামল থেকেই খিলাফত হয়েছে, এর আগে সালতানাত/সাম্রাজ্য ছিল। আমি বলব, বইটির নামকরণ সালতানাত ও খিলাফতের সময়-ক্ষণের দিকে লক্ষ্য করে করা হয়নি; বরং গোটা বিশ্বে সামগ্রিকভাবে এটি যে নামে পরিচিত, সে নামের দিকে লক্ষ করেই নামকরণ করা হয়েছে। এটি আব্বাসি খিলাফত ও উমাইয়া খিলাফতের মতো একটি খিলাফত বলেই পরিচিত। আবার এটিই শেষ ইসলামি খিলাফত। তা ছাড়া যে উদ্দেশ্যে আমি বইটি লিখেছি, বইয়ের নাম সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বই লেখার উদ্দেশ্য হলো, খিলাফতের শাসনব্যবস্থার চির শত্রু পশ্চিমাদের প্রণীত শাসনব্যবস্থায় জীবনযাপনকারী গাফিল মুসলমানদের অন্তরে বরকতময় খিলাফতের শাসনব্যবস্থার আগ্রহের বীজ বপন করা। তাই নামকরণের ক্ষেত্রে এই আবেদন সৃষ্টিকারী নামটির গুরুত্ব দিয়েছি।

**দশ.** কিছু ব্যক্তি ও স্থানের নামের ক্ষেত্রে অসংগতি থেকে গিয়েছিল। মোটাদাগে তা আরবির প্রভাবজনিত কারণে বলা যায়। এ সংস্করণে ওসব নামে মূল ও সঠিক উচ্চারণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি বানান, শব্দচয়ন ও ভাষারীতিতেও কিছুটা পরিবর্তন এনেছি। এর বাইরে যেসব তথ্যে উপস্থাপনাগত কারণে হোক বা মুদ্রণপ্রমাদজনিত কারণে হোক; কিছু খটকা পরিলক্ষিত হয়েছিল, তাতেও সংশোধন এনেছি। এর পরও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কারও চোখে পড়লে আমাদের অবগত করার বিনীত অনুরোধ করছি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধন করা হবে।

**আইনুল হক কাসিমী**
১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

# ছোট্ট জায়গির থেকে বিশাল সাম্রাজ্য

উসমানিরা ছিল অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত। পূর্ব তুর্কিস্তান ছিল তাদের আদি ভূমি। উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত এ ভূখণ্ডটি যুগ যুগ ধরে চীনের জবরদখলে থাকা একটি প্রদেশ। আধুনিক বিশ্ব-মানচিত্রে যা 'জিনজিয়াং' নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে উসমানিরা বসবাস করত কুর্দিস্তানে। ছাগল, দুম্বা ও ভেড়া পালন করে জীবনযাপন করত। কিন্তু যখন ইরাক ও এশিয়া মাইনরের পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের রক্তপাত বেড়ে যায়, উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বিন এরতুগরুলের দাদা সুলায়মান শাহ তাঁর 'কায়ি' গোত্রকে নিয়ে ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে জীবন বাঁচাতে কুর্দিস্তান থেকে হিজরত করে আনাতোলিয়ার দিকে চলে আসেন। এখানে এসে 'আখলাত' নামক অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলায়মান শাহর মৃত্যুর পর 'কায়ি' গোত্রের সর্দার নিযুক্ত হন সুলায়মানের মেজো ছেলে। একই কারণে এরতুগরুলও তাঁর গোত্রকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

একদিন এরতুগরুল বিন সুলায়মান শাহ তাঁর গোত্রের ১০০টি পরিবারের প্রায় ৪০০ যোদ্ধা নিয়ে তাতারদের উত্তোলিত তরবারি থেকে বাঁচতে ছুটে চলছিলেন। হঠাৎ করেই কোথাও ঢাল-তলোয়ারের ঝনঝনানি আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনতে পান। একটু কাছে আসতেই দেখেন, মুসলিম ও খ্রিষ্টান দুই দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে! যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের পাল্লা ভারি। পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে মুসলিম সেনাদল। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ, ধর্মীয় আত্মসম্মান আর ইমানি চেতনা উথলে ওঠে এরতুগরুলের মনের মধ্যে। গোত্রের যোদ্ধাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিমবাহিনীকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন তিনি। গোত্রনেতার ইশারা পাওয়ামাত্র মুহূর্তেই বাজপাখির মতো ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্ধর্ষ 'কায়ি' গোত্রের প্রায় ৪০০ মুসলিম যোদ্ধা। মুসলিমবাহিনীর পতাকাতলে সমবেত হয়ে আঘাত হানে খ্রিষ্টানবাহিনীর ওপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই টনক নড়ে ওঠে শত্রুপক্ষের। চোখে

সর্যেফুল দেখতে শুরু করে তারা! শেষমেষ মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে।

মুসলিমবাহিনী ছিল সেলজুক সালতানাতের আর খ্রিষ্টানবাহিনী ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখ থেকে বাঁচানোর কারণে এরতুগরুল ও তাঁর বাহিনীকে একমাত্র আল্লাহর বিশেষ সাহায্য হিসেবে ধরে নেন মুসলিমবাহিনীর সিপাহসালার সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ। তিনি এরতুগরুল ও তাঁর যোদ্ধাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। আর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এরতুগরুলকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তঘেঁষা পশ্চিম আনাতোলিয়ার কিছু ভূমির জায়গিরদারি দান করেন। কালের আবর্তে এই জায়গিরটিই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে। এরতুগরুল দিনে দিনে বাইজেন্টাইন ভূমি জয় করে তাঁর জায়গিরের সীমানা বর্ধিত করতে থাকেন। বাইজেন্টাইন রোমানদের প্রতিরোধের জন্য এরতুগরুলের জায়গির হয়ে যায় সেলজুক সালতানাতের ডানহাত। এক বিশ্বস্ত বন্ধু। সর্বোপরি সেলজুক সালতানাতের ভূমি আনাতোলিয়ার পশ্চিমের সীমান্ত রক্ষার এক অতন্দ্র প্রহরী।

জীবনভর সেলজুক সালতানাতের অনুগত ছিলেন এরতুগরুল। তাঁদের নির্ভরযোগ্য মিত্র। ১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর উত্তরাধিকার হন তাঁরই সুযোগ্য সন্তান উসমান বিন এরতুগরুল। নিজের হাতে তুলে নেন পশ্চিম আনাতোলিয়ার জায়গিরদারি।

তাতারদের হাতে সেলজুক সালতানাতের পতন হলে তিনি ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'সালতানাতে উসমানিয়াহ' বা উসমানি সাম্রাজ্য। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উসমানি সালতানাত পরিচালনা করেন। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন পিতার মতোই সেলজুক সালতানাতের একান্ত অনুগত একজন জায়গিরদার।

পশ্চিম আনাতোলিয়ার এই ছোট্ট জায়গিরটিই পরবর্তী সময়ে ইতিহাসে 'উসমানি খিলাফত' নাম ধারণ করে। শুধু পশ্চিম আনাতোলিয়া নয়; পুরো আনাতোলিয়া, এশিয়া মাইনর, পূর্বপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তরপূর্ব ইউরোপের ৩৪টি প্রদেশ নিয়ে প্রায় ৫২ লাখ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছিল এই খিলাফতের সীমানা, যে সীমানায় আজকের পৃথিবীর মানচিত্রে প্রায় ৪২টি দেশের অবস্থান। যে খিলাফত ছিল ইসলামের তিনটি বড় খিলাফতের অন্যতম। ছিল ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তিধর, দুর্দান্ত ও মহাপ্রতাপশালী মুসলিম সাম্রাজ্য। যে

সাম্রাজ্যের ভয়ে থরথর করে কাঁপত তখনকার অপরাপর পরাশক্তিগুলো। এমনকি আমেরিকা-রাশিয়া পর্যন্ত যে সাম্রাজ্যের কাছে নতশিরে কর প্রদান করত! কাল থেকে কালান্তরে বহু ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই খিলাফত টিকেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুলগ্ন পর্যন্ত।

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, ঘরের-বাইরের শত্রুদের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে শেষের দিকে খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলমানদের স্থায়ী দুশমন, পশ্চিমা কাফিরদের এজেন্ট, ইয়াহুদি বংশোদ্ভূত মুসতাফা কামাল পাশার হাতে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ বিলুপ্ত হয়ে যায়! ফলে ৬ শতাধিক বছর ধরে বিশ্বের আকাশে ঔজ্জ্বল্য ছড়ানো এই আলোক-রশ্মি নিভে যায় চিরতরে! পৃথিবী বঞ্চিত হয় ঐশীবিধানে পরিচালিত একটি সুন্দর ও বরকতময় শাসনব্যবস্থা থেকে, ইনসাফ ও মানবতার মূর্তপ্রতীক কিছু শাসক ও তাঁদের শাসন থেকে।[১]

---

[১] *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত* : ৪৪, ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি; *তারিখু সালাতিনি আলে উসমান* : ১০, আহমাদ আল-কিরমানি; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাতিল উসমানিয়্যাহ* : ১১৫, মুহাম্মাদ ফরিদ বেগ; *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ* : ২৫, ড. আবদুল লতিফ দাহিশ; *জাওয়ানিবু মুজিআতুন ফি তারিখিল উসমানিয়্যিনাল আতরাক* : ৩৬, জিয়াদ আবু গুনাইমাহ; *আল-খিলাফাতুল উসমানিয়্যাহ* : ১২, আবদুল মুনয়িম আল হাশিমি; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ* : ১৩, ড. খলিল ইনালজিক।